যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ে লণ্ডভণ্ড জনজীবন, নিহত ২১

তীব্র শীত ও ভয়াবহ তুষারঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত অন্তত ২১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এতে লণ্ডভণ্ড জনজীবনে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছেন লাখ লাখ মার্কিনি। এ অবস্থায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

জানা গেছে, হঠাৎই তুষারঝড়ের কবলে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। মার্কিন বিদ্যুত্ সরবরাহ পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ৪১ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

এ অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। এদিকে, টেক্সাসে গত রবিবার মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

আমিই একমাত্র ব্যক্তি অভিশংসনের পরও যার প্রতি জনসমর্থন বাড়ছে: ট্রাম্প

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি জিতেছেন এবং তিনি যদি ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সমর্থন রয়েছে।

মার্কিন গণমাধ্যম নিউজম্যাক্সকে বুধবার এসব কথা বলেন।

পরে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারে দেওয়া পোস্টে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী নির্বাচনের বিষয়ে প্রশ্ন

রেখে বলেছেন, “২০২৪? আমি এখনই বলতে পারছি না তবে আমাদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।”

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা সে ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা বলার এখনও সময় আসেনি। ট্রাম্প বেশ গর্বভরে বলেন, “আমি হচ্ছি ইমপিচ হওয়া একমাত্র ব্যক্তি যার প্রতি জনসমর্থন বাড়ছে।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজ দলের নেতাদের সমালোচনা করে বলেন, রিপাবলিকান দলের লোকজন নিতান্তই ভদ্র, তারা শুধু নিজেদের দলের লোকের ওপর আঘাত হানতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত জনজীবন, মৃত্যু ১১

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। এ পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। টেনেসি, টেক্সাস, কেন্টাকি এবং লুইসিয়ায় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৭৩ ভাগ এখন তুষারপাতের কবলে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ১৫ কোটিরও বেশি মানুষ আবহাওয়া সতর্কতার মধ্যে রয়েছে। এরইমধ্যে টেক্সাসে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন টেক্সাসের গভর্নর।

তিনি জানান, ‘রাজ্যটির বেশিরভাগ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। তুষারঝড়ে টেক্সাস ও হাউসটনে অন্তত ১২০টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার ভোরে উত্তর ক্যারোলাইনাতে এই তুষার ঝড়ের জেরে তিন জন মারা গেছেন এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। কর্মকর্তারা বলছেন এখনো উদ্ধার কাজ চলছে। সূত্র: বিবিসি

‘৫ রুপির ডিশ’ দিয়ে মমতা কি নির্বাচন পার হতে পারবেন?

২০১৩ সালে তামিলনাড়তে ‘আম্মা উনাভাগম’ (মাদারস ক্যান্টিন) চালু করে একসময় সাড়া ফেলে দিয়েছিল তৎকালীন জয়ললিতার সরকার। এ কিচেনে এক প্লেট ইডলি ১ রুপিতে, ৫ রুপিতে সম্বর রাইস ও ৩ রুপিতে মিলতো দই-ভাত।

সাধারণ মানুষের মন জিতে নিয়েছিল আম্মার (তামিলনাড়তে জয়ললিতা এই নামেই বেশি পরিচিত) সরকার। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যটির ৩৯ টি আসনের মধ্যে ৩৭ টি জয় পেয়েছিল জয়ললিতার দল ‘অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড়া মুনেত্রা কাজাঘাম’ (এআইএডিএমকে)।

দুই বছর পর ২০১৬ সালে তামিলনাড়ু রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসে আম্মা সরকার। কিন্তু সেপ্টেম্বরে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর প্রায় ৭৫ দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করার পর ৫ ডিসেম্বর প্রয়াত হন আম্মা।

এবার পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে ঠেকাতে জয়ললিতার সেই কৌশল অবলম্বন করলো মমতা ব্যনার্জির সরকার। নিজের নামেই স্বল্পমূল্যে আহারের কর্মসূচি নিয়েছেন মমতা ব্যনার্জি। ভোটের ঠিক দুই মাস আগেই কলকাতায় ‘মা’ কিচেন চালু করলেন তিনি।

পরবর্তীতে গোটা রাজ্যেই তা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মমতার। এই প্রকল্পের আওতায় ৫ রুপিতে পেট ভরে ডিম-ভাত খাওয়ানোর কর্মসূচি নিয়েছেন তিনি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলকাতার পৌরসভায় চালু এই কর্মসূচির নাম ‘মায়ের রান্না ঘর’।

মায়ের রান্না ঘর প্রকল্পের উদ্বোধন করে মমতা জানিয়েছিলেন ‘এটা হল মা কিচেন। আমরা মা’য়ের জন্য গর্বিত। যেখানেই মা থাকবেন, সবকিছুই ভাল হবে। আমরা সব মা’কেই স্যালুট জানাই।’ মায়ের রান্না ঘর প্রকল্পের পুরোটাই পরিচালিত হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের

দ্বারা। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রতিটি থালা প্রতি ভরতুকি দিতে হচ্ছে ১৫ রুপি। এই প্রকল্প বাবদ ১০০ কোটি রুপি বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।

নির্বাচনের আগে ভোটারদের কাছে পেতে মমতা সরকারের এটি হল তৃতীয় বৃহৎ প্রকল্প। এর আগে গত মাসেই চালু হয়েছে দুয়ারে সরকার, সরকারের সমস্ত কর্মসূচি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই তা চালু করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি হল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প।

বছর কয়েক আগে জয়ললিতার ‘আম্মা কিচেন’এর দেখাদেখি ভারতের একাধিক রাজ্যে স্বল্পমূল্যে ভরতুকি যুক্ত খাবার প্রদান করা হয়েছিল কিংবা ভোটে জিততে তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বেশিরভাগই নির্বাচনী সাফল্যের মুখ দেখেনি।

বাংলাতেও ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আশা ‘মায়ের রান্না ঘর’ই আবার মমতাকে ক্ষমতায় আনবে। দলনেত্রী মমতাও প্রায় প্রতিটি সভা থেকেই বলে আসছেন আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনেও তার দলই তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আসতে চলেছে।

আলোচিত সেই গুয়ান্তানামো বে বন্দিশিবির বন্ধ করছেন বাইডেন?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সহযোগীরা কিউবার গুয়ান্তানামো বে সামরিক কারাগারের একটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে বিতর্কিত স্থাপনাটি বন্ধে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আমলের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

বারাক ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া এই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাইডেন যাতে কারাগারটি বন্ধ করে দিতে পারেন; সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর

দিয়েছে।
বাইডেনের মেয়াদেই কারাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা; প্রশ্নে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেন, এটিই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, কারাগারটির বর্তমান ভূমিকা নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন দাঁড় করাতে বাইডেন প্রশাসন কাজ করছে, যা আগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

জাতিসংঘে চিঠি দিলেন মিয়ানমারের ৩০০ এমপি

সম্প্রতি মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে সেনাবাহিনীর মানবতা-বিরোধী অপরাধের তদন্ত করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছেন দেশটির পার্লামেন্টের ৩০০ সদস্য।

শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সংস্থার মানবাধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিলে এই চিঠি লেখা হয়। এদিকে জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চলমান বিক্ষোভে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সরাসরি গুলি চালানোর প্রমাণ আছে।

আগের দিনগুলোর ধারাবাহিকতায় মিয়ানমারের বিভিন্ন শহরে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন দেশটির সাধারণ মানুষ। তারা জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

আন্দোলনকারীরা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের জন্য, চীনসহ অন্যান্য দেশের দূতাবাসের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার নাদা আল নাসিফ বলেন, ‘কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পর মিয়ানমার আবারো সংকটের মধ্যে পড়েছে। দেশটিতে যে অভ্যুত্থান হয়েছে, তা সাধারণ নাগরিকদের জন্য চরম বিশ্বাসঘাতকতা।’

তবে দেশের কল্যাণে সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে বলে দাবি করেছেন জাতিসংঘে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত। জাতিসংঘে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত মিন্ট তিউ জানান, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর জন্য অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সংবিধান রক্ষার জন্যই সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। সূত্র: বিবিসি

মিয়ানমারের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপ, আরও চাপে সেনা সরকার

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানের নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্বাহী আদেশকে অনুমোদন দিয়েছেন।

এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় সামরিক নেতারা ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসাও রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। খবর বিবিসি বাংলার।

মিয়ানমারের রাজধানী নেপিডোতে সেনাঅভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার সময় এক নারী মাথায় গুলি লাগার পর হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার সময়ে এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিল যুক্তরাষ্ট্র।

এই পদক্ষেপের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের এক বিলিয়ন তহবিলও বন্ধ করে দিয়েছে মিয়ানমারের সেনা সরকারের জন্য। এতে আরও চাপ বাড়লো বর্তমান সেনা শাতিস মিয়ানমার সরকারের উপর।

নিউজিল্যান্ডে ভয়াবহ সুনামির আশঙ্কা, খালি হচ্ছে উপকূলবর্তী এলাকা

ভয়াবহ সুনামির আশঙ্কায় নিউজিল্যান্ডে সতর্কতা জারি করা হয়েছে, এরই মধ্যে খালি করা হচ্ছে উপকূলবর্তী এলাকা। প্রশান্ত মহাসাগরের লয়ালটি দ্বীপের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরই এমন ঘোষণা দিয়েছে নিউজিল্যান্ড সরকার। জানা গেছে, আপদকালীন বেড়াজাল দেওয়াসহ সেখানের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নিউজিল্যান্ডের জাতীয় জরুরী বিভাগ জানিয়েছে, মানুষকে সমুদ্র থেকে উঠে আসতে বলা হয়েছে। কারণ তারা মনে করছেন ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখোমুখি হতে হবে নিউজিল্যান্ডকে। ভয়াবহ সুনামির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতেই দেওয়া হয়েছে সতর্কবার্তা।

আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট বলছে, সিঙ্গাপুরের স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারী) রাত ৯.২০ নাগাদ নিউ ক্যালেডোনিয়া থেকে পূর্বে ৪১৫ কিলোমিটার দূরে ১০ কিলোমিটার গভীরতায় কম্পন অনুভূত হয়। ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ড, নিউ ক্যালেডোনিয়া এবং ভানুয়াতুতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সূত্র: নিউজএইটটিন।

২০২০ সাল জুড়ে অব্যাহত ছিল উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি

পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে বরাবরই আলোচনায় থাকে উত্তর কোরিয়া। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ২০২০ সাল জুড়েও দেশটি তাদের কর্মসূচি চালিয়ে গেছে। সাইবার চুরির মাধ্যমে

হাতিয়ে নেওয়া ৩০ কোটি মার্কিন ডলার তারা এই খাতে ব্যয় করেছে। সোমবার জাতিসংঘের এক গোপন নথির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

স্বাধীন নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, পিয়ংইয়ং ‘বিভাজনীয় পণ্য উৎপাদন, পরমাণু কেন্দ্র চালু রাখা এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোর উন্নয়ন করেছে, তারা এসব প্রকল্পের জন্য প্রযুক্তি ও পণ্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছে।’

এ ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে নতুন করে পরিকল্পনা করছে বাইডেন প্রশাসন। এর মধ্যে মিত্রদের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে চাপ অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যত সম্ভাব্য কূটনীতির বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে অজ্ঞাতনামা এক সদস্য রাষ্ট্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার কাছে যেসব পারমাণবিক ওয়্যারহেড রয়েছে সেগুলো দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে যুক্ত করা যাবে। ২০২০ সালে উত্তর কোরিয়া কোনো পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়নি। তবে এই সময়ে তারা পারমাণবিক ওয়্যারহেডের পরীক্ষা ও উৎপাদনের প্রস্তুতি নিয়েছে।

‘পরমাণু সমঝোতায় ফিরতে যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে’

পরমাণু সমঝোতায় ফিরতে যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রথমে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ এই দেশটি প্রথমে সমঝোতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ও ইউরোপ এই সমঝোতা রক্ষা না করায় ইরানও এটির বাস্তবায়ন থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের ৪২তম বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল

মঙ্গলবার তেহরানে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব কথা বলেন রুহানি। তিনি বলেন, যেসব দেশ গত তিন বছরে পরমাণু সমঝোতা পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছে, এতে ফেরার জন্য তাদেরকেই অগ্রিম পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেন, গত ৪২ বছরে ইসলামি বিপ্লবের বার্তা ছিল একটাই- শান্তি, স্থিতিশীলতা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টির সংলাপ। ইরান এই চার দশকে দু’টি যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এর একটি ছিল ইরাকের চাপিয়ে দেয়া সামরিক যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি আমেরিকার চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ। সূত্র: পার্সটুডে